দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 03 JAN 1991

পৃষ্ঠা ... কলাম ২ ...

আসন্ন এসএসসি পরীক্ষা

# বোর্ডের ফি ছাড়াও অর্থ আদায়ের অভিযোগ

আসন্ন এসএসসি পরীক্ষার জন্য বোর্ডের নির্ধারিত ফি ছাড়াও বিভিন্ন খাত দেখাইয়া পরীক্ষার্থীদের নিকট হইতে মাত্রাতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হইতেছে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

( ৪র্থ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ )

## আসন্ন এসএসসি পরীক্ষা

(১ম পৃঃ পর)

ফলে গরীব পরীক্ষার্থীরা বিপদে পড়িয়াছে। খবর ইত্তেফাক সংবাদদাতাদের।

**নোয়াখালী :** জেলার বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে আগামী বৎসর অনুষ্ঠিতব্য এস এস সি নির্বাচনী পরীক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে। নির্বাচনে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের বোর্ডের নির্ধারিত ফি ছাড়াও বিদ্যালয়ের মাসিক বেতন, কোচিং ফি, কমনরুম, লাইব্রেরী, খেলাধুলা, মিলাদ ও বিদ্যালয় মেরামত ইত্যাদিসহ ১২ শত হইতে ১৭শত টাকা ফি ধার্য করা হইয়াছে। ইহাছাড়া যাহারা সব বিষয়ে পাস করিয়া উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই তাহাদের ফেল করা প্রতি বিষয়ের জন্য আরও অতিরিক্ত একশত টাকা হারে দিতে হইবে।

এই মোটা অংকের ফি পরিশোধ করিতে গরীব ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকরা দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে। অনেক অভিভাবক ফি জোগাড় করিতে গরু-ছাগল বিক্রি করিতেছে। অনেকে ধার-কর্জ ও সুদের উপর টাকার জন্য এখানে-সেখানে ধরনা দিতেছে।

**লালমনিরহাট :** লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম জেলার সরকারী ও বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে এস, এস, সি পরীক্ষার ফরম পূরণে ছাত্রদের নিকট হইতে মাত্রাতিরিক্ত অর্থ আদায় ও হয়রানির অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে।

ফরম পূরণের জন্য বোর্ডের নির্ধারিত ফির চাইতে অতিরিক্ত ২ শত টাকা হইতে ৫৫০ শত টাকা পর্যন্ত আদায় করা হইতেছে। কোন কোনক্ষেত্রে বিনা রসিদে এবং কোন কোনক্ষেত্রে আলাদা রকম রেকর্ডবিহীন ক্যাশ মেমোতে এই টাকা জমা লইয়া ভাগ-বাটোয়ারা করা হইতেছে। অনির্ধারিত বিভিন্ন তহবিলের নামে এবং কোচিং ফি হিসাবে কেবল ৩ শত হইতে সাড়ে ৩ শত টাকা আদায় করা হইতেছে। অথচ অধিকাংশ স্কুলেই কোন প্রকার কোচিং ক্লাস হয় না। এই ব্যাপারে কোন ছাত্র প্রতিবাদ করিলে তাহাদেরকে পরীক্ষার সময় সংকটে ফেলিবার হুমকি দেওয়া হইতেছে। বাধ্য হইয়া অধিকাংশ গরীব অভিভাবক সংসারের বিভিন্ন জিনিসপত্র এমনকি জমিজমা, গরু-ছাগল ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া এই সকল আর্থিক দাবী পূরণ করিতেছেন। অনেক দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রী টাকা জোগাড় করিতে না পারিয়া পরীক্ষার ফরম পূরণে ব্যর্থ হইতেছে।

**কালিয়া :** কালিয়া উপজেলার বিভিন্ন মাধ্যমিক স্কুলে আসন্ন এস এস সি পরীক্ষার ফরম পূরণের জন্য নিয়ম বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হইতেছে। যেখানে বোর্ডের নির্ধারিত ফি মাত্র ২৯৫ টাকা সেখানে পরীক্ষার্থী পিছু আটশত হইতে ১২ শত টাকা পর্যন্ত আদায় করা হইতেছে বলিয়া ছাত্র ও অভিভাবকদের অভিযোগে জানা যায়।

অপ্রয়োজনীয় কোচিং ফি, খেলাধুলা ফি ইত্যাদি মিলাইয়া স্কুল কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার্থী পিছু তিন হইতে পাঁচশত টাকা অতিরিক্ত আদায় করিতেছেন। স্কুলগুলির লাগামহীন এই অতিরিক্ত ফি আদায়ের প্রবণতায় অনেক পরীক্ষার্থীর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা সম্ভব হইবে না।